ইত্তেফাক

তারিখ 14/4/79 ... ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 8 ...

বিজ্ঞান বিভাগ নামে একটি বিভাগ চালু করিয়াছেন। সেইহেতু আমরা কৃষির সমৃদ্ধিকল্পে এবং দেশের কৃষি সমস্যা সর্বতোভাবে দূরীকরণের মানসে কৃষিবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছি। আমাদের লেখাপড়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের সাহায্য এবং সহানুভূতির একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমরা সেই সাহায্য এবং সহানুভূতি হইতে প্রায় বঞ্চিত। পক্ষান্তরে অন্যান্য বিভাগ যেমন বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদেরকে জেলাওয়ারী মেধানুসারে অত্র শিক্ষা বোর্ড হইতে স্বতন্ত্রভাবে বৃত্তি প্রদান করা হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ অসুবিধা এই যে, কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ যাবৎ স্বতন্ত্রভাবে বৃত্তি প্রদানের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। বরং আমাদিগকে বিজ্ঞান বিভাগের আওতাভুক্ত করিয়া কর্তৃপক্ষ বৃত্তি প্রদানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আমরা যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম যে, 'কৃষিবিজ্ঞান বিভাগ' নামে কোন স্বতন্ত্র বিভাগ চালু নাই এবং স্বতন্ত্রভাবে বৃত্তি প্রদানের কোন ব্যবস্থা নাই। এবং এ ব্যাপারে (বৃত্তি প্রদানের) তাহাদের কোন হাত নাই। তাহা হইলে আমাদের প্রশ্ন, কৃষিবিজ্ঞান বিভাগ হইতে কোন যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পৃথকভাবে Stand করে? আর যখন পৃথকভাবে Stand করে তখন 'কৃষিবিজ্ঞান বিভাগের' জন্য স্বতন্ত্রভাবে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নাই—এ কথার কি তাৎপর্য থাকিতে পারে? তাহা হইলে আমরা কৃষিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া টিকিয়া থাকিলাম কই? ইহার কি কোন সুরাহা হইবে না?

—জামাল উদ্দীন, যশোর।